بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে তাবূকের যুদ্ধের বিবরণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সামরিক অভিযানগুলো এবং সেই অভিযানগুলোর প্রেক্ষাপটে তাঁর সীরাতের আলোচনা বিগত খুতবাগুলো থেকে চলছে। এই প্রসঙ্গে, তাবূকের যুদ্ধের ঘটনাবলি বর্ণিত হচ্ছিল। এর পরবর্তী বিবরণ হলো,

এই সময় এক মহিলা বড়ই আন্তরিকতা ও উদ্দীপনা প্রকাশ করেন। এর উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, যেহেতু সৈন্যদের শামের (সিরিয়া) দিকে যেতে হয়েছিল এবং মু'তার যুদ্ধের দৃশ্য মুসলমানদের চোখের সামনে ছিল, তাই প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর জীবনের নিরাপত্তার চিন্তা অন্যান্য সকল চিন্তার উপরে স্থান পেয়েছিল। এমনকি মহিলারাও এই বিপদ অনুভব করছিলেন এবং তাঁদের স্বামী ও পুত্রদের যুদ্ধযাত্রার জন্য উৎসাহিত করছিলেন।

এই আন্তরিকতা এবং উদ্দীপনার মাত্রা এভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, এক সাহাবী (রা.), যিনি কোনো কাজের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, তিনি তখন ফিরে আসেন যখন মহানবী (সা.) সৈন্যদল সহ মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর যখন তিনি এই ভেবে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে দেখবেন এবং খুশি হবেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে উঠোনে বসা দেখতে পেলেন। তিনি স্নেহবশত আদর করার জন্য এগিয়ে গেলেন। যখন তিনি স্ত্রীর কাছাকাছি এলেন, তখন তাঁর স্ত্রী দু'হাত দিয়ে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমার কি লজ্জা হয় না যে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) সেই বিপদের জায়গায় যাচ্ছেন আর তুমি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করার

সাহস করছো! প্রথমে যাও নিজের কর্তব্য পালন করো, এর পরে এসব বিষয় দেখা যাবে। সেই সাহাবী (রা.) তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং নিজের সওয়ারীর জিন কষে তিন মঞ্জিল দূরত্ব অতিক্রম করে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হলেন এবং তারপর সেই সময়ই তিনি ঘরে ফিরে এলেন যখন মহানবী (সা.) তাঁর অন্যান্য সাহাবীদের (রা.) সাথে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। মোটকথা, এরাই ছিলেন সেই লোক, যারা প্রত্যেক বিপদের মুহূর্তে নির্দ্বিধায় নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। কোনো কষ্ট বা দুঃখ তাঁদের কাছে কষ্টকর মনে হয়নি, যাকে তাঁরা কষ্ট বা দুঃখ বলে মনে করতেন। বরং যখনই কোনো সেবার সুযোগ আসত, তাঁরা সানন্দে নিজের জীবন উৎসর্গ করতেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন যে, এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে যে, পনেরো বা উনিশটি স্থানে যাত্রাবিরতি করে মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের (রা.) সাথে তাবূক নামক স্থানে পৌঁছান। তাবূকের এই সফরে যেসব স্থানে বিরতি নেওয়া হয়েছিল, তার আলাদা কোনো বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে, পরবর্তীকালে এই স্থানগুলোতে মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং এই স্থানগুলোর নামেই মসজিদগুলোর নামকরণ করা হয়। ঐতিহাসিকগণ এর থেকে অনুমান করেছেন যে, এই জায়গাগুলোতেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) অবস্থান করেছিলেন।

একটি বর্ণনায় আছে যে, **হযরত উকবা বিন আমির (রা.)** বর্ণনা করেন, আমরা তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বের হয়েছিলাম। এক রাতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এবং যখন সূর্য একটি বর্শার উচ্চতা পরিমাণ উঠে গেল, তখন তিনি জেগে উঠলেন। তিনি বললেন, **হে বেলাল! আমি কি তোমাকে ফজরের জন্য অপেক্ষা করতে বলিনি?** হযরত বেলাল (রা.) আরজ করলেন, **ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার মতো ঘুম আমাকেও পেয়েছিল**। বর্ণনাকারী বলেন যে, এরপর তিনি (সা.) সৈন্যবাহিনীকে সামনে অগ্রসর হতে বলেন আর কিছুদূর গিয়ে বাহন থেকে নেমে সুন্নতের নামায পড়েন এবং সাহাবীদের নামায পড়ান। এরপর সারা দিনরাত সফর করে পরের দিন সকালে তিনি (সা.) তাবূকে পৌছান। সেখানে পৌঁছে তিনি (সা.) আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন করেন এবং সাহাবীদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক ভাষণ প্রদান করে দোয়া করেন:

হে আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন। তিনি এই কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তারপর বললেন, **আমি আল্লাহ্‌তা'লার কাছে আমার এবং তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।**

এই সময় **হিরাক্লিয়াস** অর্থাৎ রোমান সম্রাটের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠানোরও উল্লেখ পাওয়া যায়। হিরাক্লিয়াসকে যখন পত্র দেওয়া হলো, তখন সে তা পাঠ করল এবং বলল যে, তোমরা তোমাদের নবীর কাছে যাও এবং তাঁকে জানিয়ে দাও যে, আমি তাঁর অনুসারী, কিন্তু আমি আমার রাজত্ব ছাড়তে চাই না। সে কিছু দীনারও মহানবী (সা.)-এর খেদমতে পাঠাল। সেই সাহাবী ফিরে এসে এ কথা অবগত করলে মহানবী (সা.) বলেন, **সে মিথ্যা বলেছে। এরপর তার প্রেরিত দীনার লোকদের মাঝে বন্টন করে দেন।**

ইতিহাসে **আয়েলার অধিবাসীদের** সাথে সন্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাবূকে অবস্থানকালে আয়েলার

শাসক ও সাগরতীরবর্তী এলাকার অধিবাসী **জারবা ও আজরুহ্**-এর লোকেরাও এসেছিল আর তারাও সন্ধি ও সমঝোতার অনুরোধ জানায়। মহানবী (সা.) তাঁদের জন্য একটি নিরাপত্তা সনদ লিখে দিলেন। এরপর মাকনার অধিবাসীদের সাথেও সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়; মহানবী (সা.) তাঁদেরকেও নিরাপত্তা সনদ প্রদান করেন।

তাবূকের যুদ্ধের প্রসঙ্গে **উকায়দির বিন আব্দুল মালেক** অভিমুখে **হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)**-এর নেতৃত্বে একটি সারিয়্যার (অভিযান) উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুর্গটি তাবূক থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরে ছিল। উকাইদির ছিল বনু কিন্দাহ গোত্রের এবং সে ছিল খ্রিস্টান শাসক। মহানবী (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে বললেন যে, **তুমি তাকে রাতের বেলা দেখতে পাবে। সে যখন জংলি গরু শিকার করতে বের হবে তখন তাকে পাকড়াও করবে।** তিনি (সা.) আরও বললেন যে, **আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের জন্য দুমাহ জয় করে দেবেন। যদি তোমরা তার ওপর বিজয় লাভ করো তাহলে তাকে হত্যা করবে না, বরং আমার কাছে নিয়ে আসবে। আর যদি সে অস্বীকার করে এবং লড়াই করতে উদ্যত হয় তাহলে তাকে হত্যা করবে।** পরবর্তীতে এমনই ঘটেছিল।

তাবূকের সময়কালে **হযরত আব্দুল্লাহ্ যুলবিজাদাইন (রা.)**-এর মৃত্যু এবং দাফনের উল্লেখও পাওয়া যায়। এটি দেখে কিছু বড় সাহাবী (রা.) আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন যে, যদি তাঁরা নিজে সেই দাফন হওয়া ব্যক্তির জায়গায় থাকতেন। একইভাবে, এই সফরে **হযরত মুয়াবিয়া বিন মুয়াবিয়া মুযনী (রা.)**-এর জানাযার নামাযেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) তাবূকে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় হযরত জীব্রাইল (আ.) তাঁর কাছে এসে বলেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মুআবিয়া মুযনী মদীনায় ইন্তেকাল করেছেন; আপনি তার জানাযা পড়ান।** এরপর দিব্যদর্শনে তার জানাযার খাটিয়া আকাশে উত্তোলিত করা হলে তিনি (সা.) সেটি সামনে রেখে জানাযার নামায আদায় করলেন। তাঁর সামনে ফেরেশতাদের কাতারও ছিল। মহানবী (সা.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কাছে জানতে চাইলেন যে, এই মর্যাদা সে কীভাবে অর্জন করল? জিবরাঈল (আ.) জবাবে বললেন যে, **সূরা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসার কারণে। তিনি দাঁড়িয়ে, বসে, বাহনে কিংবা পদব্রজে সর্বাবস্থায়ই এটি তিলাওয়াত করতেন।**

তাবূক থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ার বিষয়ে মহানবী (সা.) সাহাবীদের পরামর্শ চাইলে হযরত উমর (রা.) বলেন, রোমানদের প্রচুর সৈন্য রয়েছে আর আমরা তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। তবে তারা আপনার আগমনের কারণে ইতোমধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত। তাই যতক্ষণ না কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বা আল্লাহ্ তা'লা নিজেই কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে দেন আমরা এবারের মতো ফেরত চলে যাই। এরপর তিনি (সা.) তাবূকে প্রায় বিশ দিন অবস্থানের পর ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী মদীনা থেকে যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন মিলিয়ে মোট সময় লেগেছিল দুই বা আড়াই মাস বা তারও কিছু বেশি।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: মদীনা পর্যন্ত ফিরে আসার সফরের ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে দেওয়া হবে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি আগেও বাংলাদেশের জন্য দোয়ার কথা বলেছি। সেখানে আহ্‌মদীয়াতের বিরোধীরা বেশ শোরগোল করছে। আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক আহ্‌মদীকে সুরক্ষিত রাখুন

এবং তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচান। একইভাবে, পাকিস্তানের আহ্মদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদেরও সুরক্ষিত রাখুন। এখন অনেক বেশি দোয়ার প্রয়োজন। একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যের জন্যও দোয়া করুন। চুক্তি এবং যুদ্ধবিরতির পরেও সেখানে একইভাবে গণহত্যা চলছে। আল্লাহ্‌তা'লা দয়া করুন। একইভাবে আফ্রিকার আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। তাদের মধ্যে কিছু জায়গায় সরকার তাদের উপর জুলুম করছে, কিছু জায়গায় সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন স্থানে হামলা করছে, অনেক সময় আহ্মদীরাও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। আল্লাহ্‌তা'লা সারা বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করুন। (আমীন)

পরিশেষে হুযূর আনোয়ার রাবওয়ার মরহুম হুসাইন সাহেবের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

14 November 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in